প্রাক্-কথন

শরৎচন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বনস্পতি-প্রায়। বিপুল তাঁর সৃষ্টি, যার মধ্যে আছে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, গান ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা সর্ববাদিসম্মত। 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর' ইত্যাদি তাঁর কীর্তি-সৌধ। এখানে তিনি কথাকোবিদ। মহাকবির প্রসারিত দৃষ্টিও তাঁর অনেক সৃষ্টিকে কালোত্তীর্ণ করে রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু তারাশঙ্করের প্রায় দু'শত (১৯০) ছোটগল্পে তাঁর শক্তিমত্তার স্বাক্ষর যেমন চিহ্নিত, তেমনই সমাজ ও জগতের বিচিত্র পরিবেশ-প্রতিবেশ ও বিচিত্র নরনারীর রূপ ও স্বরূপ সেখানে বিবৃত। এরই সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয়ও মেলে। বাংলা বিশেষতঃ রাঢ়বাংলার এক আঞ্চলিক চৌহদ্দীতে মাটি-প্রকৃতি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মানুষের অজস্র শ্রেণী ও জীবন-জীবিকার নর-নারীর এখানে ভীড়। বাউরী, বৈষ্ণব, বেদে, সদগোপ, মাঝি, বাগদী, বাউল, ভিক্ষুক, পটুয়া, হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত, সাঁওতাল, জেলে, পাটনী, তান্ত্রিক এবং উগ্রক্ষত্রিয় থেকে উচ্চবর্ণের কায়স্থ-ব্রাহ্মণও আছে, তেমনই আছে জমিদার, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, উদ্বাস্তু, গণিকা, শিক্ষক, ড্রাইভার, চৌকিদার, ব্যবসায়ী, যাযাবর প্রভৃতি নানা সামাজিক গোত্রের হাজার মানুষ। তাদের একদিকে যেমন শ্রেণীবিন্যাস করা যায় তেমনি তাদের মধ্যে জীবন ও জগতের শ্রেণী-সংঘাতও লক্ষণীয়। বস্তুতঃ পক্ষে, তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস গভীরভাবে আলোচনা করলে একটা বিশেষ অঞ্চলের সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিশাল জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানা যায়। তারাশঙ্করের নিজস্ব বক্তব্যেও এর সমর্থন মেলে। যেমন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়ার পর লাভপুরের 'অতুল শিব ক্লাব'-এ তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর সময় তিনি বলেছিলেন—'লাভপুর আমার জন্মভূমি। আমি এই মাটিতে জন্মেছি। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক। লাভপুরের সামাজিক পরিবেশ, মানুষজন ও তাঁদের সৃজনশীল সংস্কৃতির ছায়ায় আমি লালিত হয়েছি। সেই পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি ফুলের মালা কি করে পরবো। আমাকে লাভপুরের একমুঠো মাটি দাও। এই ধরিত্রী, ধাত্রীদেবতার মৃত্তিকা আমি সর্বাগ্রে মাখবো, নিজে শুদ্ধ হবো.....সম্পূর্ণ হবো।' নিজ জন্মভূমিকে তারাশঙ্কর এইভাবেই তাঁর হৃদয়ার্ঘ্য অর্পণ করেছেন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। একথা প্রাণের কথা, এবং এই প্রাণের কথা চিত্রিত করায় তাঁর এত আনন্দ। এই জন্যই তারাশঙ্করের সাহিত্যে গ্রাম-গঞ্জের গণদেবতার সঙ্গে তাদের প্রতিবেশ ও পরিবেশও এত অকৃত্রিমভাবে উঠে এসেছে।

তারাশঙ্করের মননের একদিকে যেমন আছে তাঁর উপন্যাস, অন্যদিকে তেমনই আছে তাঁর ছোটগল্প। স্বাভাবিকভাবেই ছোটগল্পের আঙ্গিক ভিন্ন হলেও তার মধ্যবর্ত্তী চিত্র-চরিত্র, সমাজ, ইত্যাদিতেও তার একই চিন্তাভাবনা ও রূপের পরিচয় মেলে।

আমাদের বর্তমান আলোচনা "তারাশঙ্করের ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব"। সুতরাং, সমাজতত্ত্বের যে যে বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত, তার বিচার-বিশ্লেষণেই আমরা ঐকান্তিক।

ইতিপূর্বে তারাশঙ্করের গল্প সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হলেও মূলতঃ সমাজতত্ত্বের নিরিখে তাঁর গল্পের বিচার-বিশ্লেষণ আজও অনুপস্থিত। সুতরাং আমাদের বর্তমান আলোচনায় তাঁর সমস্ত গল্প সমাজতত্ত্বের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণেই আমরা ঐকান্তিক।

এই দুরূহ কাজে যাঁর নিয়ত অনুপ্রেরণা, শুভৈষী-মানসিকতা, নিরন্তর-প্রচেষ্টা, অনাবিল সাহচর্য ও অগাধ স্নেহ পেয়েছি— তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় নির্দেশক ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ মহাশয়। তিনি নানা ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর অমূল্য সময় আমাকে দিতে কখনও কার্পণ্য করেন নি।

সমস্যা দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের। বিশেষ করে তারাশঙ্করের "সাহিত্য জীবন" ১ম ও ২য় খণ্ড এবং রথীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সম্পাদিত "গল্প পঞ্চাশৎ" এই গ্রন্থ ত্রয়। বহু অন্বেষণ করেছি; পাওয়া যায়নি কোথাও। শেষে আমার আদি নিবাস বর্ধমান জেলার মাতিশ্বর নামে এক গ্রামে অবহেলিত অথচ প্রায় শতবছরের প্রাচীন "ভোলানাথ পাঠাগারে" এগুলি পাই। অবশ্য এ বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন আমার জন্মভূমি 'পলতা' গ্রামের অগ্রজ-কল্প কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত মহাশয়। মালদা জেলার জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য বহুভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী পাঠাগার, কলিগ্রাম ভারতীয় পাঠাগার, মালতিপুর শরৎচন্দ্র বাণীমন্দির পাঠাগার, রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের পাঠাগার থেকেও সাহায্য পেয়েছি।

বীরভূমের লাভপুরে তারাশঙ্করের জন্মস্থানেও গিয়েছি। লাভপুরের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারী শিবশঙ্কর আচার্য, স্থানীয় ধনডাঙ্গার বাসিন্দা তারাশঙ্কর-মনস্ক লেখক শ্রীযুক্ত বসন্ত কবিরাজ, পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রণব রায়, ফুল্লরাপীঠের পূজারী সমরেন্দ্রনাথ উকিল (৭০) সঞ্জীবকুমার ওঝা (৫২), পার্শ্ববর্তী গোগা গ্রামের প্রণব দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের অকুণ্ঠ সাহায্যে উৎসাহ পেয়েছি। তাঁদের মূল্যবান কথা ও তথ্য আমার কাছে ক্যাসেটেও রক্ষিত আছে।

সর্বদা অভিভাবকের ভূমিকায় আমাকে স্বতঃপ্রণোদিত ও আশীর্বাদ দিয়েছেন আমার শিক্ষক তথা প্রাক্তন সহকর্মী বর্তমানে চেরাপুঞ্জীর মঠাধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ।

সংসারে নানা ব্যস্ততার মাঝেও সততঃ প্রেরণা দিয়েছেন আমার করুণাময়ী জননী ও আমার সহধর্মিণী।

এছাড়া স্থানীয় ললিতমোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহ-প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ বহুভাবে বহু উপকার করেছেন এবং আরও অনেকেই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি চির ঋণী।

দু'চারটি মুদ্রণ ত্রুটি রয়ে গেল। এ ব্যাপারে ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে বিদগ্ধ পরীক্ষকদের এই গবেষণা মনোজ্ঞ হলে আমার চার বছরের নিরলস পরিশ্রম সার্থক হবে।

কামদেব মুখোপাধ্যায়

(কামদেব মুখোপাধ্যায়)